



সমস্যা নিরসনের ৪০টি উপায় সমস্যার সমাধান

বই	সমস্যার সমাধান
মূল	শাহিখ আব্দুল হালিক আল-কাসিম
অনুবাদ	হাসান মাসরুর
সম্পাদনা	মুক্তি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুক্তি ইউনুস মাহবুব

সমস্যা নিরসনের ৪০টি উপায়
সমস্যার সমাধান

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম



RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

সমস্যা নিরসনের ৪০টি উপায়
সমস্যার সমাধান
শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
বরিউস সানি ১৪৪০ হিজরি / ডিসেম্বর ২০১৮ ইসায়ি

প্রাপ্তিস্থান

খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯-৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১২০ টাকা



রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদের কথা

সুখশান্তির জন্যই তো মানুষের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা! কিন্তু কেউ কি পারে পার্শ্বিৎ এ জীবনে সর্বদা সুখী থাকতে? পায় কি সব সময় শান্তির পরশ? না, দুনিয়ার সব ধরনের আরামদায়ক উপকরণের মাঝে থেকেও একজন মানুষ সর্বদা সুখী থাকতে পারে না। দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদের সম্মুখীন তাকে হতেই হয়। আক্রান্ত হতে হয় নানা রোগবালা-মুসিবতে। জীবন চলার পথে হাজারো সমস্যা মানুষের সামনে আসে। সর্বোপরি যারা মুমিন, তাদের তো অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَلْتَبْلُوْنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْقَمَرَاتِ وَبَثِيرٍ مِّنَ الضَّالِّينَ﴾

“আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জ্ঞানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দিন সবারকারীদের।”^১

বিপদাপদ বা মুসিবতে আক্রান্ত হলে কীভাবে আমরা প্রতিকূল পরিস্থিতির ওপর স্থির ও দৃঢ়পদ থাকতে পারব, কোন উপায় অবলম্বন করে খুব সহজে সমস্যার সমাধান করতে পারব—এমন গুরুত্বপূর্ণ ৪০টি উপদেশ বা সমাধানের কথাই উল্লেখ করেছেন শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম তার ‘আরবাউনা কায়দাতান ফি হাল্লিল মাশাকিল’ গ্রন্থে। গ্রন্থটি আমরা ‘সমস্যা নিরসনের ৪০টি উপায়—সমস্যার সমাধান’ নামে বাংলা অনুবাদ করেছি।

১. সূরা বাক্বার : ১৫৫

বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকায় এর শেষে আমরা শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান রহ. রচিত 'কালিমাতুন ফিল আজামাত'-এর বাংলা অনুবাদ 'বিপদে সাহ্ননার বাণী' নামক গ্রন্থটিও সংযুক্ত করে একই সাথে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি; যাতে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকরা এ উভয় মূল্যবান গ্রন্থের উপদেশগুলোর ওপর আমল করে উপকৃত হতে পারেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। সকল পাঠককে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থদুটি পাঠ করে উপকৃত হবার তাওফিক দান করুন, আমিন।

- হাসান মাসরুর

সূচিপত্র

অবতরণিকা	০৯
সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ৪০টি নসিহত	১১
১. বিপদে ইল্লালিল্লাহ পড়া	১৩
২. তাড়াহুড়া ছেড়ে ধীর-স্থিরতা অবলম্বন	১৪
৩. ধৈর্যধারণ	১৫
৪. সুধারণা পোষণ	১৮
৫. সমস্যার বিষয়টা প্রকাশ না করে গোপন রাখা	২০
৬. বিপদকে তার পরিমাণের চেয়ে বড় মনে না করা	২১
৭. সমস্যা সমাধানে উত্তম পদ্ধতি প্রয়োগ করা	২২
৮. সমস্যার পরিণতির প্রতি লক্ষ করা	২৪
৯. বেশি বেশি ইসতিগফার পড়া	২৪
১০. মাসনূন দুআসমূহ আদায় করা	২৫
১১. আল্লাহ তাআলার ওপর তাওয়াক্কুল করা	২৭
১২. সৃষ্টিজীবের প্রতি অনুগ্রহ করা	২৯
১৩. বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা	৩০
১৪. হারাম মাধ্যম গ্রহণ না করা	৩২
১৫. বিপদকে কখনো কল্যাণকর ভাবা	৩২
১৬. মৃত্যু, কবর, হিসাব, পুলসিরাত ও কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা অধিক স্মরণ করা	৩৩
১৭. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করা	৩৪
১৮. পারতপক্ষে সরকারি মাধ্যম তথা খানা-পুলিশ ও কোট-কাছারির দ্বারস্থ না হওয়া	৩৫
১৯. সুন্দর কথা ও উত্তম আচরণ করা	৩৫
২০. সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিগুলো ভালোভাবে জানা	৩৬
২১. অধিক পরিমাণে দুআ ও কাকুতিমিনতি করা	৩৭
২২. মানুষের কষ্ট প্রদান ও ক্ষতির প্রতি ক্রক্ষেপ না করা	৩৮
২৩. বিপদ-আপদ এলে নামাজে দাঁড়িয়ে যাও	৩৯

২৪. মহাপ্রতিদানের সুসংবাদ গ্রহণ করো	৪০
২৫. মনে রাখবে এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ নয়	৪১
২৬. আল্লাহ তাআলার নিয়ামতরাজির প্রতি লক্ষ করা এবং তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা	৪২
২৭. ভালোভাবে হিসাব-নিকাশ করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া	৪৩
২৮. কখনো সমস্যা সমাধানে কোনো ভালো মানুষের শরণাপন্ন হওয়া	৪৪
২৯. সমস্যার মূল কারণ বা উৎসের খোঁজ করা	৪৪
৩০. জবানের হিফাজত করা	৪৫
৩১. সমস্যা সমাধানের অর্থ সেটা চিরতরে শেষ হয়ে যাওয়া নয়	৪৫
৩২. তুমি সমস্যা নিয়ে সর্বদাই ব্যস্ত থেকে না	৪৬
৩৩. প্রতিপক্ষের মনমেজাজ জানা	৪৬
৩৪. পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা	৪৭
৩৫. বিভিন্ন মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জানা	৪৭
৩৬. পরামর্শ-কেন্দ্রের সাহায্য নেওয়া	৪৮
৩৭. পরামর্শ করা	৪৮
৩৮. ইসতেখারা	৪৯
৩৯. সময়ক্ষেপণ	৫১
৪০. সকল বিষয় আল্লাহ তাআলার দিকে অর্পণ করা	৫২
পরিশিষ্ট	৫৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অবতরণিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কিরামের ওপর।

পার্শ্বিক এ জীবনে বিপদাপদ স্বাভাবিক একটি বিষয়। দুর্ভোগের মেঘ যেন প্রতিটি মুহুর্তে আমাদের মাথার ওপর বিদ্যমান; কেননা আমাদের এ আবাসস্থল—পরীক্ষা ও ভোগান্তির, চিন্তা ও পেরেশানির, বিপদ ও কষ্টের জগত। কখনো প্রিয়জনের বিরহে আমরা ব্যথিত হই। কখনো ব্যবসায় ক্ষতি বা সম্পদ ধ্বংস হওয়ায় চিন্তিত হই। কখনো কষ্ট পাই ভাইয়ে ভাইয়ে কিংবা সন্তানদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের কারণে। এমন আরও অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলোর কারণে আমাদের দুঃখ-কষ্টের শিকার হতে হয়।

মানুষ যেসব বিপদে আক্রান্ত হয়, তা চার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এক, নিজের বিপদ। দুই, তার অর্থ-সম্পদের বিপদ। তিন, তার সম্মান-মর্যাদার বিপদ। চার, পরিবার ও প্রিয়জনদের বিপদ। অনুরূপ বিপদে নিপতিত ব্যক্তির চার ভাগে বিভক্ত। এক, মুসলিম। দুই, কাফির। তিন, সৎ লোক। চার, অসৎ লোক।

এ সকল বিপদের আকস্মিকতা এবং অনেক সময় এর জন্য প্রস্তুতি না থাকায় এর সমাধানকল্পে কিছু মৌলিক নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। এগুলো সব মানুষের জন্য এবং সকল পরিস্থিতির জন্য উপযোগী।

আল্লাহর কাছে আমরা সাহায্য ও তাওফিক প্রার্থনা করছি।



সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ৪০টি নসিহত

এ জগতে প্রত্যেকেই সুখ-শান্তির তালাশ করে। মুসলিম-অমুসলিম, নেককার-বদকার—সুখের জন্য দৌড়ঝাঁপ করে সব শ্রেণির মানুষই।

মহান আল্লাহ কাফিরদের কল্যাণ সন্ধানের বিবরণ দিয়ে বলেন—

﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ﴾

“এবং তারা (ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের) বলে, তোমরা ইহুদি বা খ্রিষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। [হে নবি,] আপনি বলে দিন, কখনোই নয়; বরং আমরা ইবরাহিমের ধর্মের ওপর আছি, যাতে কোনো বক্রতা নেই। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।”^২

কারণ, ইহুদিদের ধারণা হলো, যে ইহুদিবাদ গ্রহণ করেছে, সে সঠিক পথ পেয়ে সফল হয়েছে। খ্রিষ্টানদের ধারণা, যে খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করেছে, সে সঠিক পথ পেয়ে কৃতকার্য হয়েছে।

গুধু মানুষ কেন, জন্তু-জানোয়ারও সুখের সন্ধান করে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে যখন সূর্যের প্রখর তাপ পড়ে, তখন তারা নিজের স্থান ছেড়ে কোনো গাছ কিংবা দেয়ালের খোঁজ করে, যাতে তার ছায়ায় একটু স্বস্তি পেতে পারে।

আর এ জগতে মানুষের অবস্থা হলো এমন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন—

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ. ﴾

“অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পরিশ্রমের ভেতর (কষ্ট-ক্লেশের মাঝে)।”^৩

২. সূরা বাকারা : ১৩৫

৩. সূরা বালাদ : ৪

ইবনে কাসির রহ. (হাসান বসরি রহ.-এর সূত্রে) বলেন—

يُكَابِدُ أَمْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَأَمْرًا مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ:
يُكَابِدُ مَضَائِقَ الدُّنْيَا وَشَدَائِدَ الْآخِرَةِ.

“মানুষ দুনিয়ার কাজে কষ্ট করে এবং কষ্ট করে আখিরাতের কাজে। (হাসান বসরি রহ. থেকে) অন্য বর্ণনায় এসেছে, মানুষ দুনিয়ার দুঃখ-যাতনা ভোগ করে এবং পরকালের কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করবে।”^৪

সুতরাং যখন কোনো বিপদ আসে এবং দুর্বিপাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উদ্ধার হওয়ার পথসমূহ সংকীর্ণ হয়ে আসে, তখন সমস্যার সমাধান অবশ্যই সময়, শ্রম ও সঠিক সিদ্ধান্তের দ্বারস্থ হবে।

এখন আমি কিছু ইতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যা সমস্যার সমাধান ও তার আঘাত লঘু করতে সাহায্য করবে। কিন্তু এ ধারণা করা যাবে না, কেউ এ বিষয়গুলো পড়লে তৎক্ষণাৎ সে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাধান পেয়ে যাবে—যা তার সমস্যাকে ওই মুহূর্তে শেষ করে দেবে। এর দৃষ্টান্ত হলো, একটি বড় ইমারতের মতো—যা ফেটে গেছে বা কাত হয়ে পড়েছে। আর আমরা সবাই সেখানে আটকে পড়াদের উদ্ধার করে তার অক্ষত অবশিষ্ট অংশটি হিফাজতের চেষ্টা করছি। এরপর তার পুনর্নির্মাণ এবং পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। আর নির্মাণকাজ তো ধ্বংসের মতো নয়। সুতরাং ব্যাপারটিতে অনেক শ্রম ও প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন। এ ধারা বা নীতি গ্রহণ করলে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে সমস্যার সমাধান আশা করতে পারব, ইন শা আল্লাহ।

৪. জাকসিরে ইবনে কাসির : ৮/৩৯৩

১. বিপদে ইন্নালিল্লাহ পড়া

ব্যক্তির ওপর যখন কোনো বিপদ আপতিত হয়, তখন তা সমাধানের প্রথম উপায় হবে- **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**। বিপদে এ দুআ পাঠ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি আদর্শ। এটি অন্তরে এনে দেয় প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা। সহিহ মুসলিমে উম্মে সালামা রা.-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ
 نُصِيبُهُ مُصِيبَةً، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ: (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)
 [البقرة: 156]، اللَّهُمَّ أَجْرِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا،
 إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا.

“(তিনি বলেন,) আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে মুসলিম কোনো বিপদে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর নির্দেশিত দুআ- **اللَّهُمَّ أَجْرِي** -পড়ে বলবে- **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** তাকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই ওই বিপদের চেয়ে উত্তম প্রতিদান দান করবেন।”^৫

আম্মাজান উম্মে সালামা রা.-এর অবস্থার প্রতি তুমি একটু চিন্তা করো। তিনি তাঁর স্বামী আবু সালামার ইনতেকালে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পড়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তাআলা ওই বিপদে তাঁকে উত্তম বদলা দিয়েছিলেন। নব্বিজ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য দান করে তাঁকে করেছিলেন সম্মানিত।

এই বিকল্প প্রতিদান কখনো মেলে দুনিয়াতে, কখনো মিলবে পরকালে। আবার কখনো মিলতে পারে উভয় জগতে।

৫. সহিহ মুসলিম : ৯১৮

২. তাড়াহুড়া ছেড়ে ধীর-স্থিরতা অবলম্বন

অধিকাংশ সমস্যা সংঘটিত হয় পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, পরিচিত লোকজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে। এ জন্যই যখন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয়, তখন তা সমাধানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ও কার্যকর পদক্ষেপ হবে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে সে বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করা এবং ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করা।

সিদ্ধান্ত তোমার হাতে। আজ যদি তোমার কোনো সিদ্ধান্ত থাকে, তাহলে সেটি আগামীকালও তোমার থাকবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিলম্বতা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। কারণ, হয়তো আগামীকাল তোমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনও হতে পারে। বিশেষ করে, তোমার মন যখন শান্ত হবে, ক্রোধ দমে যাবে এবং অস্থিরতা দূর হবে, তখন তোমার পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আন্মাজান আয়িশা রা.-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ، وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ.

“তুমি নিজেই ওপর নম্রতা ও কোমলতাকে আবশ্যিক করে নাও।
এবং কঠোরতা ও অশালীন কথা থেকে দূরে থাকো।”^৬

এরপর তিনি বলেন—

إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

“নিশ্চয় কোমলতা সব জিনিসকেই সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর কোনো জিনিসে কোমলতা পরিহার করা হলে তাকে কলুষিত করে দেয়।”^৭

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ সম্বোধন উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা.-এর পরে সকল মুমিনকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

৬. সহিহ বুখারি : ৬০৩০

৭. সহিহ মুসলিম : ২৫৯৪

আমরা কখনো দেখিনি, রাগ ও ক্রোধ কোনো কল্যাণ বয়ে এনেছে। আমি যদি তোমাকে ক্রোধতড়িত ফয়সালার পরিণতির কিরিস্তি বলি, তবে তুমি আশ্চর্য হবে। কত মানুষকে যে এ ক্রোধ পশুতে রূপান্তরিত করেছে! যার কারণে পিতার অনুগত ছেলে-সন্তানেরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। নষ্ট হয়ে গেছে কত সাজানো পরিবার! কত কারাগার ভর্তি হয়েছে এ রাগের কারণে! এ সবকিছুই ঘটেছে রাগের মুহূর্তে নেওয়া সিদ্ধান্তের কারণে।

কত সুন্দর সে ফয়সালা—যাকে ন্দ্রতা ও কোমলতা সৌন্দর্য দান করেছে!

৩. ধৈর্যধারণ

যদি কোনো বিপদের কথা তোমার কানে আঘাত করে, তবে অপর পৃষ্ঠে ধৈর্যের বাণী আসবেই। যদি এমন না হতো, তবে সমস্যার পর সমস্যা আসতেই থাকত। প্রবাহিত হতো হতাশা ও নিরাশার বিষাক্ত হাওয়া। কিন্তু বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি ধৈর্যের মাধ্যমে বিপদাপদ প্রতিকারের বিষয়টি তাদের আয়ত্তে দিয়ে দিয়েছেন।

ধৈর্য দ্বীনের অন্যতম স্থান। সালেকিনের স্তরসমূহের একটি স্তর। ধৈর্য জান্নাতের ধনভান্ডারসমূহ থেকে একটি ভান্ডার। আর আল্লাহ তাআলা তো ধৈর্যশীলদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন বিরাট পুরস্কার। ইরশাদ হচ্ছে—

﴿إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

“যারা ধৈর্যধারণকারী, তাদেরকে তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে অপরিমিত।”

ইমাম আওজায়ি রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘ওজন বা পরিমাপ করে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে না; বরং (দয়াময় আল্লাহ) অঞ্জলি ভরে ভরে তাদের প্রতিদান দেবেন।’

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا
لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ
صَرَّاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

“মুমিনের ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক! তার প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর। এ মর্যাদা মুমিন ছাড়া অন্য কারও জন্য নয়। যদি সে সুখ-শান্তিতে থাকে, তাহলে কৃতজ্ঞতা আদায় করে; ফলে সেটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি সে বিপদাক্রান্ত হয়, তখন সে ধৈর্যধারণ করে; ফলে সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।”^৯

ধৈর্যের মর্ম হচ্ছে, ব্যথা-বেদনার মাঝে থেকেও সুন্দর ও উত্তম শিষ্টাচার প্রকাশ করা। মৃত্যু বা বিচ্ছেদের মতো বড় বড় ব্যাপারগুলোকে শুধু বিপদাপদ মনে করা যাবে না; বরং তোমাকে চিন্তিত করে এমন প্রত্যেক বিষয়ই বিপদ। উদাহরণত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর জুতার ফিতা ছিঁড়ে গিয়েছিল। তখন তিনি ইব্রাহিমুল্লাহ পড়ে এ উক্তি করেছিলেন—‘তোমাকে কষ্টদানকারী প্রত্যেক বস্তুই বিপদ।’

যখন কোনো মুসলিম বিপদে ধৈর্যধারণ করে না এবং তার জন্য সাওয়াবের আশা রাখে না, তখন তো বিপদের দিনগুলো গত হয়ে যায়; কিন্তু সে কষ্ট ভোগ করেও বঞ্চিত থেকে যায় সাওয়াব ও প্রতিদান লাভ করা থেকে। ধৈর্যের চেয়েও বড় স্তর হচ্ছে, আল্লাহর ভাগ্য নির্ধারণ ও ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি। অতএব তুমি আল্লাহর ভাগ্য নির্ধারণ ও ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾

“(হে নবী) আপনি বলুন, আমাদের কাছে (ভালো-মন্দ) কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন।”^{১০}

৯. সহিহ মুসলিম : ২৯৯৯

১০. সূরা জাওবা : ৫১